RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৬, সংখ্যা: ২২, কোচবিহার, শুক্রবার, ৪ নভেম্বর -১৭ নভেম্বর, ২০২২, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ Vol: 26, Issue: 22, Cooch Behar, Friday, 4 November - 17 November, 2022, Pages: 8, **Rs. 3**

দুয়ারে সরকার, আপনার দরকার

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ঐকান্তিক উদ্যোগে

২৭টি পরিষেবা নিয়ে

১ নভেম্বর ২০২২ থেকে পুনরায় শুরু হল

‘দুয়ারে সরকার’

দুয়ারে সরকার-এর কর্মসূচি: ১–৩০ নভেম্বর, ২০২২

আপনার নিকটবর্তী ক্যাম্প কোথায় এবং কবে হবে জানতে ক্লিক করুন:
https://ds.wb.gov.in

এ পর্যন্ত দুয়ারে সরকার–এ সাড়ে পাঁচ কোটিরও বেশি নানাবিধ পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে।

‘দুয়ারে সরকার’-এর ক্যাম্পে সকল প্রকল্প / পরিষেবার **ফর্ম বিনামূল্যে** পাওয়া যাবে।
ক্যাম্প থেকে প্রাপ্ত ফর্ম ছাড়া অন্য কোনও ফর্ম গৃহীত হবে না।
পরিষেবার জন্য নিজেরা ক্যাম্পে আসুন। সহায়তার জন্য
(১০৭০/২২১৪–৩৫২৬) নম্বরে সরাসরি ফোন করুন অথবা আপনার নিকটতম
‘বাংলা সহায়তা কেন্দ্র’-এ যোগাযোগ করুন।

৩১ ডিসেম্বর ২০২২-এর মধ্যে দুয়ারে সরকারের প্রাপ্ত আবেদনগুলির যথাসম্ভব নিষ্পত্তি করা হবে।

ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়
সব সময়ে সবার সেবায়
পাড়ার প্রয়োজনে, পাড়ার পাশে

এলাকার জরুরি সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান

স্থানীয় স্তরে পরিকাঠামোর শূন্যতাপূরণ ও পরিষেবার ঘাটতি চিহ্নিতকরণ ও পরবর্তীতে তার আশু সমাধান।

পাড়ায় সমাধানের আবেদন নেওয়া হবে
১–১৫ নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত।

বিনামূল্যে সমস্ত সরকারি পরিষেবা পেতে নিকটবর্তী বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন অথবা লগ অন করুন www.bsk.wb.gov.in-এ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার | আপনার পাশে, আপনার সাথে

@egiye_bangla

মদনমোহন মন্দিরে বড় তারা রূপে পূজিত হলেন মা কালী

কোচবিহার: কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরে বড় তারা হিসেবে পূজিত হন মা কালী। ২৪ অক্টোবর সন্ধ্যায় মদনমোহন মন্দিরে সম্পূর্ণ পুলিশি প্রহরায় সোনা ও রূপোর গহনা দিয়ে সাজানো হল বড় তারাকে। এই গহনার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল সোনা ও রূপো দিয়ে তৈরি ১০৮টি নরমুণ্ডের বিশেষ মালা। এছাড়াও অলংকারের তালিকায় ছিল সোনার চাপ থেকে শুরু করে সোনার টিপ সহ আরও অনেক কিছু। প্রতি বছরের মত এই বছরেও ঠিক রাত নয়টায় শুরু হয় বড় তারার পুজো। চলে রাত একটা পর্যন্ত। বৃষ্টি উপেক্ষা করে অগণিত ভক্ত মায়ের পুজোতে ভোগ সহ মানতের বলিও দিলেন। কোচবিহার দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের বড়বাবু জয়ন্ত চক্রবর্তী জানান, প্রতিবছরের মত এবছরও চিরাচরিত প্রথা ও রীতি মেনে বড় তারার পুজো হচ্ছে। সমস্ত আয়োজনই নিয়ম মেনে করা হয়েছে।

এই বড় তারার মূর্তি তৈরি করেছেন প্রভাত চিত্রকর। বংশপরম্পরায় তারাই বড় তারার মূর্তি তৈরি করে আসছেন। মদনমোহন মন্দিরের কাঠামিয়া মন্দিরেই প্রতিমা তৈরি হয়েছে। পুজোয় প্রধান পুরোহিত ছিলেন রাজ পুরোহিত হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। অন্নভোগে পঞ্চব্যঞ্জনের সাথে তারা মাকে শাটি ও শোল মাছ পোড়া দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পুজোতে পঞ্চবলিতে ভেড়া, পাঁঠার সঙ্গে হাঁস, পায়রা এবং মাগুর মাছেরও বলি দেওয়া হয়।

তারা মায়ের সঙ্গে এদিন মদনমোহন মন্দিরে থাকা আনন্দময়ী কালী ও জয় তারার আলাদা পুজোও হয়। উল্লেখ্য, জয় তারার আদলেই তৈরি হয়েছে বড় তারার মূর্তি। দেবী এখানে বাঘ ছালের বসন পরে থাকেন। শিব এখানে বড় তারার মুখোমুখি থাকেন। আর দেবীর দুই পাশে থাকে দুটি শিয়াল। ২৪ অক্টোবর রাতেই দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড থেকে পুজোয় অংশ নেওয়া ভক্তদের মধ্যে ভোগ বিতরণ করা হয়।

ঐতিহ্যের রাসমেলা এবার ২০ দিনের

পার্থ নিয়োগী: টানা দুবছর অতিমারির প্রভাবে ঐতিহ্যবাহী রাসমেলার আনন্দে মেতে উঠতে পারেনি উত্তরবংবাসী। তাই এবারের রাসমেলা নিয়ে একটা আলাদা প্রত্যাশা ছিল সকলের মনেই। আর সেটাই বাস্তবে পরিনত হল কোচবিহার পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষের ঘোষণার মধ্যে দিয়ে। এবারের রাসমেলা হচ্ছে ২০ দিনের। যদিও এবার রাস উৎসবের দিন মেলার উদ্বোধন হচ্ছেনা। রাস উৎসব আগামী ৭ নভেম্বর রাস পূর্ণিমার দিন কোচবিহার মদনমোহন মন্দিরে শুরু হলেও রাসমেলা এবার উদ্বোধন হচ্ছে ঠিক তার পরের দিন ৮ নভেম্বর। এবারের রাসমেলায় আসছে সার্কাস। সাংস্কৃতিক মঞ্চের অনুষ্ঠান মাতাতে আসছে ভারতের বিখ্যাত শিল্পীরা। যাদের অন্যতম হলেন বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় গায়ক অভিজিৎ। এছাড়াও রাসমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চ মাতাতে আসছেন অদিতি মুন্সি,অন্তরা মিত্রের মত আরও অনেক বিখ্যাত শিল্পী। আর এবার রাসমেলার শুরুর অনেক আগের থেকেই কোচবিহার পুরসভা রাসমেলার মাঠে মেলার কাজ শুরু করেছে কোচবিহার পুরসভা। পুরপতি নিজেও সেই কাজ দেখতে মাঠে এসেছেন একাধিকবার। শুধু মেলা জমাবার দিকে নয়। কোচবিহারের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা যাতে ইউনিসকোর স্বীকৃতি পায় সেদিকেও নজর দিয়েছেন পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের চেয়ারম্যানের সাথে কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ বাবু। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কোচবিহারের রাসমেলা নিয়ে একটি তথ্যচিত্র বানাবার। কোন বিশেষজ্ঞ সংস্থা বা ব্যাক্তিকে দিয়ে বানানো হবে এই তথ্যচিত্র। পাশাপাশি রাসমেলা নিয়ে একটি তথ্য সংবলিত বই প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছে কোচবিহার পুরসভা। রাজ আমল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত রাসমেলা কেমন ও কিভাবে হয়ে এসেছে তা তুলে ধরা হবে সেই বইতে। সব মিলিয়ে অতিমারির ভয় কাটিয়ে কোচবিহারবাসী প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন কে নিয়ে এবার রাসমেলার কাউন্ট ডাউন শুরু করেছে।

পয়লা নভেম্বর থেকে শুরু হলো ‘চলো গ্রামে যাই’ কর্মসূচি

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পয়লা নভেম্বর থেকে শুরু হলো ‘চলো গ্রামে যাই’ কর্মসূচি। এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গ্রামের মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়াতে এই বিশেষ উদ্যোগ তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের। আজ কোচবিহার জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোচবিহার জেলার বিভিন্ন ব্লকে এই কর্মসূচি পালিত হয়। কোচবিহার জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সুচিস্মিতা দেব শর্মার নেতৃত্বে কোচবিহার 1 নম্বর ব্লকের বিভিন্ন বুথে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের কর্মীরা। মূলত এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গ্রামের মানুষের অভাব, অভিযোগের কথা শুনতেই তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের এই বিশেষ কর্মসূচি। তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী সুচিস্মিতা দেব শর্মা জানান, রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের নির্দেশে চলো গ্রামে যাই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। আজ প্রথম দিন কোচবিহার জেলার সমস্ত ব্লকের তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের নেত্রী এবং কর্মীরা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে তাদের অভাব অভিযোগের কথা শুনেছে। প্রথম দিনে কোচবিহারের প্রায় 40 টি বুথে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। আগামী দিনে এই কর্মসূচি একই রকম ভাবে চলবে। মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়ে মানুষের সমস্যা, অভাব, অভিযোগ শুনে তা কি করে সমাধান করা যায় সেই বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ভাইফোঁটায় মমতা-অনন্ত উপহার বিনিময়ে নিয়ে রাজনৈতিক তরজা

কোচবিহারঃ গ্রেটার নেতা অনন্ত মহারাজের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করতে ভাইফোঁটা উপলক্ষে তাঁর জন্য ফুল, মিষ্টি, ধুতি ও পাঞ্জাবি পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। সেই উপহার নিয়ে ২৭ অক্টোবর সকালে কোচবিহারের চকচকায় মহারাজের বাড়িতে গেলেন তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলার সহসভাপতি প্রেমানন্দ দাস। তবে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন আর মহারাজ শুধু নেবেন তা তো হয়না। তাই মুখ্যমন্ত্রীর জন্যও তিনি বিশেষ উপহার তুলে দিলেন প্রেমানন্দ দাসের হাতে। জানা গেছে মুখ্যমন্ত্রীর জন্যও উপহার হিসেবে ভিন রাজ্য থেকে বিশেষ ধরনের চাদর ও গামছা পাঠিয়েছেন অনন্ত মহারাজ। উল্লেখ্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে উপহার হিসেবে যে চাদরটি পাঠিয়েছেন সেটি কোন সাধারণ চাদর নয়। এটি হল বিশেষ ভাবে তৈরি এন্ডি চাদর। যা আনতে প্রেমানন্দ দাস নিজে গিয়েছিলেন অসমের গোঁসাইগাঁওতে। তাঁর সঙ্গে অবশ্য মাণিক রায় নামে নিজের এক কর্মীকে পাঠিয়েছিলেন মহারাজ। বলাবাহুল্য, গোঁসাইগাঁওয়ের দোকান থেকে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য যে চাদরটি কেনা হয়েছে, সেটি সাদা ও লাল রঙয়ের। জানাগেছে এই চাদরটির দাম পড়েছে প্রায় চার হাজার টাকা। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে মহারাজ ও মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে উপহার আদান-প্রদানের খবর জানাজানি হতেই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

গত লোকসভা ও বিধানসভা ভোটে কোচবিহার সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের কার্যত ভরাডুবির পর ঘাসফুল শিবির উপলব্ধি করতে পেরেছে যে উত্তরবঙ্গে নির্বাচনে ভালো ফল করতে গেলে অনন্ত মহারাজ একটা ফ্যাক্টর। এরপর থেকেই তৃণমূল অনন্ত মহারাজের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করার চেষ্টা শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে কয়েক মাস আগে কোচবিহারের সিদ্ধেশ্বরীতে মহারাজের আমন্ত্রণে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের অনুষ্ঠান মঞ্চে আসেন। এরপর থেকেই মহারাজ গোষ্ঠীর সঙ্গে তৃণমূলের যোগাযোগ জোরদার হতে শুরু করে।

কেন্দ্রের ২০ শতাংশ ট্যাক্সের কোপে বন্ধের মুখে শতাধিক আতপ চালের মিল

ইসলামপুরঃ কেন্দ্র সরকারের কোপে পড়ে বন্ধের মুখে জেলার প্রায় শতাধিক আতপ চালের মিল। জেলার প্রায় পাঁচ হাজারেরও বেশি শ্রমিক কাজ হারানোর আশঙ্কায় ভুগছেন। আতপ চালের দামের ওপর কেন্দ্র সরকার ২০ শতাংশ ট্যাক্স বসানোয় এই সংকটময় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে

রাইস মিল মালিকরা বলেন, এমনিতে ভিন রাজ্যে চাল রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ব্যবসা ধাক্কা খেয়েছে। তারপর দামের ২০ শতাংশ ওপর ট্যাক্স বসানোয় চাহিদা আরও কমে গিয়েছে। সেই কারণে জেলার করণদিঘি, টুঙ্গিদিঘি, কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ ও হেমতাবাদ এলাকার শতাধিক চাল উৎপাদনকারী রাইস মিলগুলিও প্রায় বন্ধের মুখে। তাই দিন প্রতিদিন দুশ্চিন্তা বাড়ছে সেখানকার শ্রমিকদের।

উত্তরদিনাজপুর রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অমিত কুণ্ডু বলেন, জেলার ১০৩টি রাইস মিলে আতপ চাল উৎপাদন হয়। এর মধ্যে অধিকাংশই মিলই ধুঁকছে। কয়েকটি রাইস মিলে অল্প পরিমাণে চাল উৎপাদন হচ্ছে। বাজার খারাপ থাকায় বেশিরভাগ মিল চাল উৎপাদন বন্ধ রেখেছে। উল্লেখ্য, আতপ চালের বড় বাজার হল বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও অসম। অমিত বাবু বলেন, ওই সব রাজ্যে আমাদের জেলা থেকে আতপ চাল সরবরাহ করা হয়। এই রাজ্য গুলিতে প্রায় সারা বছরই আতপ চালের চাহিদা থাকে। সাধারণ চালের দাম কেজিতে গড়ে ১০-১২ টাকা ও সুগন্ধি চালের দাম কেজিতে ২০ টাকা বেড়ে যাওয়ায় ঐ রাজ্য গুলিতে আতপ চালের চাহিদা কমে গিয়েছে।

উত্তর দিনাজপুর জেলার বিজেপি-র সাধারণ সম্পাদক তপন বিশ্বাস বলেন, গত বছর ধানের উৎপাদন কম হওয়ায় এই বছর শুধু আতপ নয় সব চালের দামই বেড়েছে। চালের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতেই আপাতত চাল রপ্তানি বন্ধ রাখা হয়েছে।

ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু এক সাংবাদিকের

দেবাশীষ চক্রবর্তী,কোচবিহার: ভেটাগুড়ি রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু এক সাংবাদিকের। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে সোমবার রাত আনুমানিক রাত নয়টা নাগাদ শিলিগুড়ি থেকে বামনহাট প্যাসেঞ্জারগামী ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হয় তার। তবে কি কারনে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে সে বিষয়ে জানা যায়নি। জানা গিয়েছে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত যুবকের নাম গোপাল সরকার। সে পেশায় একজন সাংবাদিক। তার বাড়ি তুফানগঞ্জ এলাকায়। তবে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

বিজেপি নেতার বাস ভাঙচুরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে, পাল্টা বিজেপির অন্তর্দ্বন্দ্ব দাবি তৃণমূলের

দিনহাটা, কোচবিহার: বিজেপি নেতা জয়দীপ ঘোষের গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে বিজেপি নেতা জয়দীপ ঘোষের দিনহাটা এক নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন বাড়ির সামনে রাখা একটি বাস ভাঙচুর করে দুষ্কৃতিরা বলে অভিযোগ। তৃণমূল থেকে বিজেপিতে আসা এই নেতার সরাসরি অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। জয়দীপ ঘোষের অভিযোগ গতকাল রাত

থেকেই বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতি আনাগোনা করছিল বলে তাদের অনুমান। এরপর গভীর রাত নাগাদ তারা গাড়িটি ভাঙচুর চালায়। সোমবার সকালে সংবাদ মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দিনহাটা শহর ব্লক সভাপতি বিশু ধর এই অভিযোগের কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন বিজেপির নিজেদের ঝগড়াঝাঁটির কারণেই এই ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে।

এবার থেকে দুয়ারে সরকার প্রকল্পের মাধ্যমে আরও নতুন দুটি পরিষেবা পাবে মানুষ

নিউজ ডেস্ক: তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে রাজ্যের মসনদে বসার পর রাজ্যবাসীর জন্য বেশ কিছু প্রকল্পের ঘোষণা করেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম হলো 'দুয়ারে সরকার'। আবার আজ থেকে শুরু হয়ে গেল রাজ্য সরকারের প্রকল্প 'দুয়ারে সরকার'। পঞ্চম দফায় শুরু হল 'দুয়ারে সরকার' শিবির। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প সহ অন্যান্য সুবিধা এই প্রকল্প থেকে পান মানুষ।

প্রতিটি জেলার ব্লকে আয়োজিত এই শিবির থেকে ২৭ টি পরিষেবার সুবিধা পাওয়া যাবে বলে সরকারি ভাবে জানানো হয়েছে। আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত এই শিবির চলবে। ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত এই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া যাবে। 'দুয়ারে সরকার' শিবিরে আরও নতুন দুটি পরিষেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জমির পাট্টা ছাড়াও রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন নিগমের অধীনে থাকা গ্রাহকরা নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন ও পুরনো বকেয়া মেটাতে পারবেন এবার থেকে। সরকারি ভাবে তেমনটাই জানান হয়েছে। এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ৫ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ 'দুয়ারে সরকার' শিবির থেকে পরিষেবা পেয়েছেন বলে নবান্ন সূত্রের খবর।

খাদ্যসাথী, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্রেডিট লিঙ্কেজ সহ সরকারের ২৫ টি প্রকল্পের সুবিধা মিলত এই প্রকল্প থেকে, এবার থেকে তাও বেড়ে গেল। এদিকে, কাস্ট সার্টিফিকেট নিয়েও বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। এতদিন 'দুয়ারে সরকার' ক্যাম্পগুলি থেকে জাতিগত শংসাপত্র মিলত। এবার তা ডিজিটাল ভাবে মিলবে।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতায় পরিবারকে খুঁজে পেল নিখোঁজ হয়ে যাওয়া বৃদ্ধা

নিজস্ব সংবাদদাতা: জলপাইগুড়ির নোয়া পাড়াতে এক অজ্ঞাত পরিচয় বয়স্ক মহিলা রাস্তার ধারে শুয়ে আছেন।খবর পেয়ে টিম গ্রীন ভ্যালির সদস্যরা সেখানে গিয়ে ওনাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে। টিম গ্রীন ভ্যালির বিভিন্ন শাখার সাথে যোগাযোগ করে মহিলাটির আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করে।খবর পেয়ে মহিলার ছেলে সংস্থা সঙ্গে যোগাযোগ করলে ছেলের হাতে ওই মহিলাকে তুলে দেওয়া হয়।

জানা গিয়েছে মহিলাটির নাম গঙ্গা মালো, তিনি শিলিগুড়ির বাসিন্দা। গত ২২ শে অক্টোবর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। পরিবারের সদস্যরা স্থানীয় থানায় নিখোঁজ ডাইরি করেছিলেন।পরবর্তীতে গঙ্গা দেবীর বাড়ির লোককে জলপাইগুড়িতে ডাকা হয় এবং পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে বৃদ্ধা গঙ্গা দেবীকে পরিবারের সদস্যরা নিয়ে যান।

পরিবারের সদস্যরা গ্রিন ভ্যালির সদস্যদের ও জলপাইগুড়ি পুলিশ প্রশাসনকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানায়।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প বড় সম্মান এনে দিলো বাংলাকে

নিউজ ডেস্ক: তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে রাজ্যের মসনদে বসার পর রাজ্যবাসীর জন্য বেশ কিছু প্রকল্পের ঘোষণা করেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম হলো 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধের প্রকল্প 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'। এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্প থেকে ১ কোটিরও বেশি মহিলা উপকৃত হয়েছেন বলেই দাবি করে সরকার। আর এই প্রকল্পই বাংলাকে এনে দিল সম্মান। স্কচ পুরস্কার পেয়েছে এই প্রকল্প। জানা গিয়েছে, নারী ও শিশুকল্যাণ বিভাগে প্ল্যাটিনাম পেয়েছে রাজ্য।

নারী ও শিশুকল্যাণ বিভাগে স্কচ পুরস্কার পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্প লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। টুইট করে এই বিষয়টি জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, "আমি অত্যন্ত গর্বিত। নারীদের ক্ষমতায়নকে সর্বদা অগ্রাধিকার দিয়েছে সরকার। এই পুরস্কার শুধু রাজ্য সরকারের স্বীকৃতি নয়, বাংলার ১ কোটি ৮০ লক্ষ মহিলারও স্বীকৃতি।" মূলত রাজ্যের রোজগারহীন মহিলাদের হাতে নগদ অর্থ তুলে দেওয়ার প্রকল্প এটি।

এর আগে 'স্কচ স্টেট অফ গভর্ন্যান্স রিপোর্ট ২০২১' ক্যাটাগরিতে পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষ স্থান অধিকার করেছিল। সারা দেশের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের তালিকায় শীর্ষ পদ পেয়েছিল বাংলা। দেশের সবকটি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রথম স্থান অধিকার করেছিল।

শিলিগুড়িতে কার্যত নিয়ন্ত্রণের বাইরে ডেঙ্গি পুরনিগম এলাকায় আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৪,০০০

শিলিগুড়িঃ পুরনিগমের মানতে না চাইলেও শিলিগুড়িতে যে ডেঙ্গি কার্যত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে – মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা দেখেই তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু একটাই প্রশ্ন, শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রতিদিন যে ভাবে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে তা কী ভাবে সামাল দেবে পুরনিগম।

৩১ অক্টোবর শিলিগুড়িতে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত আরও তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। এরমধ্যে একজন হলেন ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিষ্ণুপদ সাহা। উল্লেখ্য, এই ওয়ার্ডের বাসিন্দা ৩৮ বছরের নান্টু পালেরও মৃত্যু হয়েছে ডেঙ্গিতে। বেসরকারি হিসেব অনুসারে বর্তমানে শিলিগুড়িতে ডেঙ্গিতে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০। এরমধ্যে পুরনিগম এলাকাতেই ডেঙ্গিতে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৪,০০০ ছুঁইছুঁই।

পুরকর্তারা জানিয়েছিলেন, অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। কিন্তু বাস্তবে তার উল্টোটাই হেয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে প্রতিদিন পুরনিগম এলাকায় প্রায় ৭০ জনেরও বেশি ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হচ্ছেন।

শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বলেন, শিলিগুড়িতে একের পর এক মানুষ ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হচ্ছেন এবং মারাও যাচ্ছেন। শিলিগুড়ির বর্তমান পরিস্থিতি একটা কথাই প্রমাণ করে যে পুরনিগম এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। নাগরিক পরিষেবার বদলে তাঁদের খেলা, মেলার প্রতিই উৎসাহ বেশি। তিনি বলেন, ডেঙ্গিতে শিলিগুড়ি এখন বিশ্ব রেকর্ড করেছে। আগে এত মানুষ কোনদিন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হননি। স্প্রে, ফগিং কিছুই হচ্ছেনা। এই বোর্ড কখনও কোথাও বিরোধীদের ডাকেনা। ওঁরা সব ব্যাপারেই বিশেষজ্ঞ। আর এই বিশেষজ্ঞদের পাল্লায় পড়ে সাধারণ মানুষকে সর্বস্ব হারাতে হচ্ছে।

সম্পাদকীয়

শিখব কবে

স্প্যানিস ফ্লু থেকে শুরু করে সোয়াইন ফ্লু, এইডস, সার্স,কোভিড ভাইরাস। এই বিশ্ব বারবার মুখোমুখি হয়েছে জুনোটিক রোগের। প্রত্যেকবার এদের বিরুদ্ধে মহামারী,অতিমারি বলে আমরা লড়াই চালিয়েছি।হয়ত বা আগামী দিনে আরও লড়াই চালাতে হবে জুনোটিক রোগের বিরুদ্ধে। তার বড় প্রমাণ কোভিড ১৯ বা করোনা ভাইরাস। দুই বছরের বেশী সময় হয়ে গেল আমরা এর বিরুদ্ধে আজও লড়াই চালাচ্ছি। কিন্তু শুধুমাত্র ভ্যাক্সিন আবিষ্কার করেই জুনোটিক রোগের বিরুদ্ধে লড়াই জেতা সম্ভব নয়। আমাদের তাই সমস্যার মূল কেন্দ্রে যেতে হবে। ভুললে চলবেনা এই পৃথিবী কেবলমাত্র মানুষের জন্য নয়। অন্যান্য প্রাণীদেরও সমানভাবে বাচার অধিকার আছে। এইজন্য বারবার সুস্থিত উন্নয়ন ও বিশ্ব উষ্ণায়নের মাত্রা কমাবার কথা বলা হচ্ছে। দেখা গেছে উন্নয়নের জন্য পরিবেশ অপরিকল্পিত ভাবে নিধনের কারনে শেষ ৫০ বছরে জুনোটিক রোগের প্রাদুর্ভাব প্রচুর পরিমানে বেড়েছে। আফ্রিকার জঙ্গলে এইচ আই ভি আক্রান্ত শিপাঞ্জির দেহ থেকে ভাইরাস আজ মানুষের মধ্যে এইডস নামের রোগ সংক্রামিত করেছে। যার ভ্যাক্সিন বা ওষুধ আজ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। চীনের উহানের পশুর মাংস বিক্রির বাজার থেকে সেখানকার কতৃপক্ষের অসচেতনতার জন্য কোভিড ভাইরাস মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে বিশ্বকে আজ লন্ডভন্ড করে দিয়েছে। আমাদের মত দেশে রাস্তার পাশেই অহরহ দেখা মেলে পশুর মাংস কেটে ঝুলিয়ে রেখে বিক্রির দৃশ্য। কে জানে এখান থেকেই কোন জুনোটিক রোগ হয়ত আগামীতে মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে নিয়ে আসবে আরেক নতুন অতিমারি ?তাই আজ সময় হয়েছে জুনোটিক রোগ প্রতিরোধে সারা বিশ্বের একসাথে সচেতন হয়ে পথচলার। আর না হলে সমগ্র মানব প্রজাতিই হয়ে যাবে বিপন্ন।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশিস ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী, পার্থ নিয়োগী, ভজন সূত্রধর
ডিজাইনার	ঃ সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

কবিতা

অশনিসংকেত

-সোমালি বোস

ওই যে দিগন্ত ছেয়ে অশনিসংকেত
না না ভয় পেলে তো চলবেনা
ওঠে দাঁড়িয়ে রুখতে হবে
সকল সর্বনাশা বিবাদ বিভেদ।
ওগো মেয়ে খুলে ফেলো অবগুণ্ঠন
বাজাও নিনাদ,ডঙ্কা, শাঁখ
জ্বালাও তোমার তেজময় অন্তরাগণি
যুগে যুগে তুমিই তো এনেছ মহাবিবর্তন।।
কেউ হবো না অক্ষম অসহায়
বইবো বার্তা চলমানতার
রুদ্ধ করবো সকল অশনিসংকেত
সাহসের জোয়ারে রোধ হবে প্রলয়।।

প্রবন্ধ

একটা ছোট্টো রাজনীতিশাস্ত্রের_ক্লাস

---তাপস বর্মন

দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করি বিভিন্ন বিষয়ে মূলত পরিবেশ ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়েই টুকটাক লেখার। এর বেশী কিছুই আমি জানি না এবং পারি না। কারণ আমি সবজান্ত নোই ; পেশাগত জীবনে রাজনীতিশাস্ত্র (পলিটিক্যাল সাইন্স) চর্চা করি মাত্র, সেই জায়গা থেকে মনে হলো একটা জরুরী বিষয়ে ফেসবুক বন্ধুদের (এর মধ্যে একটা সামান্য অংশ রয়েছে যারা নিয়মিত আমার টুকটাক লেখার চেষ্টা বা অভ্যেসকে পর্যবেক্ষণ করে , এটা আমার উৎসাহ) সামনে তুলে ধরি।

১। ইংরেজি শব্দ "ন্যাশনালিজম" এর বাংলা 'জাতীয়তাবাদ' , আবার ইংরেজি শব্দ 'নেশন ' বলতে 'দেশ' বোঝায়, বাংলায় অনেকেই এই ইংরেজির শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে 'জাতি' কথাটি ব্যবহার করেন । উল্লেখ্য বিশ্বদার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব সচেতন ভাবেই ইংরেজি শব্দ 'Nation' এর বাংলা করতেন 'নেশন' হিসেবেই , এর বাংলা 'জাতি' বলতেন না । উনার মতে এই শব্দদুটি এক অর্থ বহন করে না । নেশন শব্দটির সাথেই 'ন্যাশনালিটি' কথাটি আলোচিত হয়। আমিও সেই ধারা মেনেই - নেশন, ন্যাশনালিটি এর বাংলা হিসেবে জাতি, জাতীয়তা ব্যবহারের পক্ষপাতি নোই। বরং নেশন অর্থে দেশ বুঝি, 'জাতি' নয়।

নেশন, ন্যাশনালিটি এবং ন্যাশনালিজম এই তিনটি ইংরেজি শব্দ রাজনৈতিক বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত ; একটি দেশের সকল মানুষের ন্যাশনালিটি হয় একটাই । যেমন ভারত একটি নেশন, এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর ন্যাশনালিটি - ইন্ডিয়ান বা ভারতীয় ; এটা সকল ভারতবাসীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়। যেমন আমিও একজন ভারতবাসী হিসেবে আমার ন্যাশনাল অথবা রাষ্ট্রীয় পরিচিতি ভারতীয়। উল্লেখ্য, ন্যাশনালিটি হলো অনেকটা সদস্যপদের মতো বিষয়, যে মানুষ যে দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে বা স্বাভাবিক ভাবে পায় , সেই মানুষটির ন্যাশনালিটি অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পরিচিতি সেই রাষ্ট্রের সঙ্গে হয়। নেশন এর ধারনা গড়ে উঠেছে আধুনিক ইউরোপে, এক ভাষা , এক বংশগতি ভিত্তিতে যখন জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স গড়ে ওঠে তখন সেগুলি স্বাধীনরাষ্ট্র বা নেশন হিসেবে গড়ে উঠে ; পশ্চিমের আধুনিক রাষ্ট্রগুলি এভাবেই গড়ে উঠেছে একটা স্বাভাবিক পদ্ধতিতে।

কিন্তু এশিয়া এবং আফ্রিকার আধুনিক রাষ্ট্র, 'নেশন' গুলি কি স্বাভাবিক ভাবে গড়ে উঠেছে পশ্চিমী রাষ্ট্র বা নেশন গুলির মতো ? না নয়, এশিয়া এবং আফ্রিকার আধুনিক রাষ্ট্রগুলি স্বাভাবিক ভাবে গড়ে উঠেনি, একটা বিশেষ পরিস্থিতি'র মধ্যদিয়ে গড়ে উঠেছে। এই বিশেষ পরিস্থিতি হলো - বিদেশী শাসকের ইচ্ছা এবং স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দেশীয় লড়াই-আন্দোলন ; এর যুগ্ম দ্বন্দ্ব এবং সমন্নয়ে। উদাহরণ, অবিভক্ত ব্রিট্রিশ ভারত কেন ভারত এবং পাকিস্থান নামে পৃথক ভাবে গড়ে উঠলো তার উত্তরের উপর নির্ভর করে।

আধুনিক ভারত, পাকিস্থান ও বাংলাদেশ (সাবেক পূর্বপাকিস্তান) -এর যদি অতিত ইতিহাস একটু দেখি দেখা যাবে এই বিশাল ভূখন্ড দীর্ঘপ্রায় ২০০ বছর ব্রিট্রিশ ভারত এবং অজস্র ছোট ছোট দেশীয় রাজাশাসিত ভূখন্ড ছিল। সেই সাথে অনেক আগে - আদি জনগোষ্ঠী -যারা অনার্য এবং অধুনা আদিমুলবাসী বা আদিবাসী নামে পরিচিত, বৈদিক সাহিত্য মতে আর্য জনগোষ্ঠী , পরবর্তীতে বৈদেশিক জনগোষ্ঠী তা গ্রীকসীয়, রোমান, মঙ্গোলীয়, তুর্কি, পাঠান, মোগোল যেই নামে হোক না কেন এই বৃহৎভূখন্ডে বসবাস শুরু করে। এদের সকলের ভাষা, খাদ্য, পরিধান, চিন্তাধারা এমন কি ধর্মীয় বিশ্বাস সহ সামগ্রিক সংস্কৃতি এক নয় এবং এটাই স্বাভাবিক। আরো পরে মুলত ব্রিট্রিশদেশ জাত জনগোষ্ঠী, এবং সামান্য করে হলেও স্পেনীস, ফরাসীরা এসেছিল । সকলে মিলে যে ভারতভূখন্ডের পরিচিতি তৈরী করেছিল তার বড় ফলাফল হলো - বহুভাষা, বহুধর্ম ও বহুসংস্কৃতির ভারত। উদাহরণ - বৈদিক পূর্ববর্তী অনার্য ধর্ম-সংস্কৃতি ভাষা, বৈদিকসভ্যতার আর্য ধর্ম ভাষা-সংস্কৃতি এবং অন্যান জনগোষ্ঠীর ধর্ম-সংস্কৃতির আবাস স্থল। মূলত হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম, খ্রীষ্টান, শিখ সহ একাধিক ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর দেশ হয়ে উঠল।

কিন্তু এই দেশটি থাকলো ব্রিট্রিশের অধীনে পরাধীন শাসনভূমি হিসেবে। এই ভূখন্ড ব্রিট্রিশদের অধীনতা থেকে মুক্ত করতে হবে, অন্যান্য ইউরোপীয় নেশন বা রাষ্ট্রের মতন স্বাধীন স্বতন্ত্র হতে হবে -; এই বোধ থেকেই ভারতে শুরু হয় ন্যাশনালিজম এবং ন্যাশনাল আন্দোলন যা আসলে নিজের ভূখন্ডের মানুষের দ্বারা শাসিত স্বাধীন ভূখন্ড হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চাও । এই হলো আমাদের আধুনিক নেশন বা রাষ্ট্র গড়ার গল্প । যার চূড়ান্ত লক্ষ্যছিল ভারতভূখন্ডে বসবাসকারী সকলের একটি স্বাধীন দেশ এবং সকলের ন্যাশনালিটি বা রাষ্ট্রীয় পরিচিতি হবে - 'ভারতীয় ' । কিন্তু ঘটনাক্রমে ভারত দ্বীখন্ডিত হয় , তার স্বাধীনতা দুইখন্ডে ভাগ হয় - আধুনিক ভারত এবং তৎকালীন পাকিস্থানের মধ্যে। আরো পরবর্তীকাল এশিয়া মহাদেশে পাকিস্থানী নেশন ভেঙ্গে স্বাধীন 'বাংলাদেশ' নামে আরো একটি নেশন গড়ে উঠে। এতো গেল রাষ্ট্রীয় পরিচিতির ব্যাখা । (ভারত , পাকিস্থান কেন আলাদা হলো, কে বা করা দায়ী ? এই আলোচনা স্বতন্ত্র হতে পারে , সচেতন ভাবেই মুল প্রসঙ্গ হাড়িয়ে যাবে এবং বড় হবে বলে তা আপাতত আলোচনার বাহিরে রাখতে হলো ; সময় সুযোগ হলে আলোচনা করা যেতে পারে।) অর্থাৎ নেশন এবং ন্যাশনালিজম একটি স্বাধীন রাজনৈতিক পরিচিতির গোষ্ঠীগত পরিচয় ; ভারতীয়, পাকিস্থানী অথবা বাংলাদেশী। (অন্যত্র - চীনা, ভূটানী, নেপালী, রাশিয়ান ইত্যাদি ; প্রতিটি স্বাধীনরাষ্ট্রের পৃথক পৃথক ন্যাশনালিটি রয়েছে)।

২। এবার জাতি ? খুব খোলা ভাবে "তোমার" জাতি কি এই প্রশ্নে বহু উত্তর আসে এবং এই প্রশ্ন আমি দীর্ঘদিন ধরেই যখন, তখন যেখানে সেখানে করি , এবং যে উত্তরগুলি আসে ; 'হিন্দু', 'মুসলিম','বাঙ্গালী', 'বিহারী', নন-বেঙ্গলী, মাওড়ারী ইত্যাদি । আবার এমনও উত্তর শুনেছি -এসসি, জেনারেল, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বৈষ্ণব, শৈব্য ইত্যাদি। যারা সচেতন ভাববেন এসব কি ধর্ম, ভাষা, জাত-পাত (কাষ্ট অর্থে) সব গুলিয়ে ফেলছি ! না এক দম না , বাসে, ট্রেনে, পাড়ায়, মহল্লায়, স্কুলে, কলেজে , অফিসে, বাজারে সোজা প্রশ্ন রাখুন বা বাড়ির সদস্যদের পৃথক পৃথক ভাবে প্রশ্ন করুন উত্তর পেয়ে যাবেন । (হ্যাঁ খুব কম সংখ্যক সচেতন শিক্ষিত মধ্যবিত্র পরিবারে এবং বামপন্থী মনস্ক পরিবারে হয়তো অন্য উত্তর পাবেন)। তাহলে সহজ কথা ' নেশন' অর্থে 'জাতি' বব্যহার করা খুব মুস্কিল এবং আরো মুস্কিল কেন তার বিষয়ে একটু নজর দেওয়া যাক।

"এক জাতি, এক রাষ্ট্র" এটা দীর্ঘদিন একটি রাজনৈতিক মত ; এবং এক জাতি মানে কি 'এক ন্যশনালিজম' না কি অন্যকিছু ??? সাধারণত এক জাতি এক রাষ্ট্র বলে যা প্রচারিত এবং অর্থবহ করা হয়, তার সূত্রপাত হয় অনেকটা এই ভাবে - দেশের ভাষা একটাই হওয়া উচিৎ ! তাহলে এক জাতি গঠনে সুবিধা হবে। তা সেটা কোন ভাষা হবে ? উত্তর হিন্দি । তেমনি সব বিষয়ে এক হতে হবে, যেমন- খাদ্যাভাস, পোষাকবিধি, ধর্মীয় আনুসঙ্গ, রাষ্ট্রের বিশেষ একটি ধর্মীয় মনভাব থাকবে তার সাথে সন্মতি জানাতে হবে , সবাই এক ভাবে ভাববে, এক ভাবে কথা বলবে, এক ভাবে চিন্তা করবে - তবেই অর্জিত হবে "এক জাতি, এক রাষ্ট্র" , একতার নামে ।

খুব পরিস্কার কথা ভারতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানুষ রয়েছে, এটা ভারতের বৈশিষ্ট । ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানুষ নিয়ে এক ন্যাশনালিটি অবশ্য থাকতে পারে কিন্তু ন্যাশনালিটির নামে সবাইকে এক জাতি ভূক্তকরার চিন্তা একটা ফালতু - অপ্রাসঙ্গিক এবং বৃথা চেষ্টার গল্প বা পরিকল্পনা মাত্র। 'জাতি' একটি গোষ্ঠিগত পরিচিতি শর্তার আবরণ, তা আপেক্ষিক বিভিন্ন মাত্রার উপর, যা কখনো ভাষা (গুজরাটি, তামিলি, পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, রাজবংশী, কায়তাপুরী ইত্যাদি), কখনো ধর্ম, কখনো আঞ্চলিকতা (ঝাড়খন্ডী, পাহাড়ী মানুষ), কখনো খাদ্যাভাস (নিরামিষ ভোজী, অনিরামিষি), সংস্কৃতিক এরকম বহু বিষয় দ্বারা নির্ধারিত এবং আপেক্ষিক অর্থবহ হয়ে হঠে।

আধুনিক ভারত বহুজাতিকে নিয়েই যথেষ্ট শক্তিশালী এবং ঐক্যবদ্ধ। এখানে এক জাতি, এক ধর্ম, এক ভাষা, এক দল, এক খাদ্য - এমন ধারার চিন্তার বাস্তবিক প্রয়োজন নেই। ভারত সারা বিশ্বের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ, নানা বৈচিত্রের ভারত নেশন একটি শক্তিশালী নেশন। ভারতে হিন্দু, বৌদ্ধ,মুসলিম, খ্রীষ্টান / হিন্দি, তেলেগু, গুজরাটি, মারাঠি, পাঞ্জাবী, বাংলা / শাক, মাছ, মাংস, দুধ, দই, পনির, ভাত, রুটি, ইডলি, ধোঁসা, থেঁকুয়া, শিদল - সব নিয়েই ভারত একটি নেশন। এক ভাষা, এক ধর্ম, এক জাতি'র ভিত্তিতে ভারতে ভাবনা চূড়ান্ত রকম ফালতু একটি রাজনৈতিক চিন্তা। তা কোন অর্থেই ন্যাশনালিজম বা ন্যাশনালিটি নয়।

(লেখক- মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা হলেও বর্তমানে লেকচারার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ, কলকাতা এবং একজন পরিবেশকর্মী)

কোচবিহার বিবেক সংঘের প্রতিমা

কোচবিহার পাটাকুড়া ক্লাবের মন্ডপ

বই রিভিউঃ শহরের প্রথম বৃষ্টি

নাদিরা আজাদ

কোচবিহার শহরের বাসিন্দা তরুণ কবি সৌরদীপ বর্দ্ধন এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ " শহরের প্রথম বৃষ্টি " সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশ করেছে নয় নং সাহিত্য পাড়া লেন। লেখকদের প্রথম বই পড়তে গেলেই মনে হয় নবজাতককে ছুঁয়ে দেখছি। কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাই "অপ্রকাশিত "; যেখানে শনিবারের হাটে মানুষের আর্ত চিৎকারের গল্প বলেছেন কবি, তার মতে " সব আঘাতের জন্য অস্ত্র ধরতে হয়না " । বইটির প্রতিটি কবিতায় কবি তুলে এনেছেন সমাজ ও সভ্যতার চক্রব্যূহ ; বর্তমান সময়ের অসম যাপন। তিনি "যেদিন পৃথিবী খুব কাছে " কবিতায় লিখেছেন " আমি কেন ছুটছি? নাকি পৃথিবী ছুটছে? " ... ঠিক এভাবেই কত বিভঙ্গ ভাঙা গড়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে তার কবিতা। কখনো প্রশ্ন করেছেন আবার নিজেই উত্তর দিয়েছেন। জীবনের গভীরতম খাদ থেকে যে স্বর খুঁজে পেতে চেয়েছেন তার অনুচ্চারিত শব্দই যেন ঢেলে দিয়েছেন কবিতায়। শেষে " মুক্তি " কবিতার প্রথমেই তিনি সজোরে দাবি রেখেছেন " আমার বিশ্বাস একদিন পৃথিবীর সমস্ত বিশ্বাসঘাতকদের পেট্রোলে পুড়িয়ে দেওয়া হবে সর্বসমক্ষে " । এভাবেই কখনো সমাজ - সচেতনতা-জীবন ও সভ্যতার অন্তঃস্থল খুঁড়ে শেকড় খুঁজে গেছেন কবি।

আশা রাখি কবি সৌরদীপ বর্দ্ধন এর " শহরের প্রথম বৃষ্টি " পাঠকের ভালোবাসা পাবে । পরবর্তীতে কবির আরো অনেক কবিতা পড়ার আশা একজন পাঠক হিসেবে রাখতেই পারি।

ছবিতে মোহনার বিজয়া সম্মিলনী

দক্ষিণ পারোকাটায় অনুষ্ঠিত হল ৩৩ তম ভাওয়াইয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বিশেষ সংবাদদাতা: উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার দক্ষিণ পারোকাটা নিউ স্টার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হল ৩৩তম ভাওয়াইয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শারদীয়ার ঘন্টা বাজতেই শুরু হয়ে যায় অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিপর্ব। সোসাইটির প্রতিটি সদস্যের অক্লান্ত পরিশ্রমে সেজে ওঠে মঞ্চ। সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে প্রতি বছর লক্ষী পুজোকে সামনে রেখে এই অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। এই অনুষ্ঠানে বরাবরের মতো বহু শ্রোতামন্ডলী দূর-দূরান্ত থেকে এসে থাকেন। মোটামুটি প্রায় দশ হাজার দর্শক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। সারারাতব্যাপী চলে অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান এই বিশেষ দিনে হয়ে ওঠে অত্র এলাকার মানুষের মিলনমেলা। ক্লাবের সভাপতি শাহজাহান আলী জানান উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় ভাওয়াইয়া শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন। এই মঞ্চের শুরুর দিনগুলিতে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন স্বনামধন্য ভাওয়াইয়া শিল্পী আব্দুল জব্বার, প্রতিমা বড়ুয়া, আয়েশা সরকার এর মতো শিল্পীরা।

ক্লাবের সম্পাদক ধীরেশ বর্মন জানান নানান প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও উত্তরের ভাষা,সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রাখার প্রয়াস আমরা জারি রেখেছি। আগামী দিনেও থাকবে।

সোসাইটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক খুরশিদ আলম বলেন ভাওয়াইয়া অনুষ্ঠানের পাশাপাশি আমরা প্রতিবছর শীতবস্ত্র প্রদান, রক্তদান আরও নানান কর্মকান্ড সারাবছর ধরে করে থাকি।

শ্যাওমি ইন্ডিয়া ও ভারতী এয়ার টেলের পার্টনারশিপ

শিলিগুড়ি: Xiaomi/ শ্যাওমি এবং Redmi/ রেডমি স্মার্টফোনদের জন্য ৫জি প্লাস নেটওয়ার্ক আনতে ভারতী এয়ার টেলের সাথে পার্টনারশিপ করল দেশের ১ নম্বর স্মার্টফোন ব্র্যান্ড শ্যাওমি ইন্ডিয়া। এর ফলে গ্রাহকরা ক্লাউডে ভিডিও কলিং, ল্যাগ ফ্রি গেমিং এবং সমস্ত শ্যাওমি এবং রেডমির ৫জি মডেলগুলিতে ক্লাউডে দ্রুত ডেটা আপলোড এবং ডাউনলোড করতে পারবেন। উল্লেখ্য, এয়ারটেল ৫জি প্লাস নেটওয়ার্ক পেতে হলে গ্রাহকদের কেবল নেটওয়ার্ক সেটিংসে গিয়ে তাদের পছন্দের নেটওয়ার্ককে এয়ারটেল ৫জিতে পরিবর্তন করতে হবে। বলাবাহুল্য, গ্রাহকদের জন্য এই ৫জি নেটওয়ার্ক আনতে দুই বছর ধরে এয়ারটেলের সহযোগিতায় চেষ্টা করে চলছে শ্যাওমি ইন্ডিয়া।

শ্যাওমি ইন্ডিয়ার চিফ মার্কেটিং অফিসার অনুজ শর্মা বলেন, সেরা-ইন-ক্লাস পরিষেবা দেওয়ার জন্য এয়ারটেলের সাথে শ্যাওমি ইন্ডিয়ার এই পার্টনারশিপ আমাদের গ্রাহকদের এই ৫জি বিপ্লবে সবসময় এগিয়ে রাখবে ।

ডঃ অর্জুন দাশগুপ্ত: অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে সচেতন হওয়া প্রয়োজন

কলকাতা: ডঃ অর্জুন দাশগুপ্ত অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের ব্যাপারে সচেতনতামূলক বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন - প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়ার দ্রুত উত্থান বিশ্বব্যাপী লক্ষ্য করা যায়। এই প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচিয়েছে। উল্লেখ্য, গুরুতর সংক্রমণ, জটিলতা, দীর্ঘদিন হাসপাতালে থাকা এবং মৃত্যুহার বৃদ্ধির কারণ হল অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালের বিরুদ্ধে ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি। এছাড়াও, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং জাতীয় অর্থনীতিতে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধের খরচও যথেষ্ট।

অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধের বিস্তার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করতে, ব্যক্তিদের শুধুমাত্র তাদের চিকিৎসক দ্বারা নির্ধারিত অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করা উচিত। তাদের ক্ষেত্রে অনুরূপ অবস্থার জন্য একজন বন্ধু বা পরিবারের সদস্যদের জন্য নির্ধারিত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা উচিত নয়। তাদের ব্যবহারের সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র চিকিৎসক দ্বারা নেওয়া উচিত।

ডাঃ অর্জুন দাশগুপ্তের মতে, "অ্যান্টিবায়োটিকের অনুপযুক্ত ব্যবহার অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী অণুজীবের উত্থান এবং বিস্তারকে ত্বরান্বিত করে। এই প্রতিরোধী জীবাণু মানুষ, প্রাণী এবং পরিবেশের মধ্যে বিভিন্ন উপায়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং মারাত্মক সংক্রমণ ঘটাতে পারে। এই সংক্রমণগুলি বিদ্যমান অ্যান্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসা করা যায় না। তাই প্রতি ক্ষেত্রে আমাদের নতুন অ্যান্টিবায়োটিক দরকার এবং সেই কারণেই অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের পদ্ধতি পরিবর্তন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতি আমাদের আচরণ পরিবর্তন না হলে, নতুন অ্যান্টিবায়োটিকগুলিও শেষ পর্যন্ত অকার্যকর হয়ে পড়বে। আমরা যদি যথাযথভাবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করি তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলতে পারে। অ্যান্টিবায়োটিকের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধের ক্রমবর্ধমান প্রসারের অন্যতম প্রধান কারণ।"

শিলিগুড়িতে পেপারফ্রাই-এর নতুন স্টুডিয়ো

শিলিগুড়ি: অগ্রণী ই-কমার্স ফার্নিচার ও হোম গুডস কোম্পানি পেপারফ্রাই পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে তাদের প্রথম স্টুডিয়ো লঞ্চ করল। বর্তমানে দেশের ১০০টিরও বেশি শহরে পেপারফ্রাই-এর ২০০টিরও বেশি স্টুডিয়ো রয়েছে।

পেপারফ্রাই স্টুডিয়োগুলি ভারতের রিটেল ফার্নিচার ব্যবসার চিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বর্তমানে তাদের পার্টনারের সংখ্যা ৯০-এরও বেশি। শিলিগুড়িতে সেভক রোডের ২ মাইলে নতুন স্টুডিয়োটি লঞ্চ হয়েছে এভারেস্ট স্টিলের সঙ্গে পার্টনারশিপে। এখানে গ্রাহকরা ফার্নিচার ও হোম প্রোডাক্টের বিশাল সম্ভারের সন্ধান পাবেন, সেইসঙ্গে পাবেন কোম্পানির ইন্টেরিয়র ডিজাইন কনসাল্টেন্টদের 'স্পেশালাইজড ডিজাইন অ্যাডভাইস'।

২০১৭ সালে লঞ্চ হওয়া পেপারফ্রাই ফ্র্যাঞ্চাইজি বিজনেস মডেলে রয়েছে – অর্ডার ফুলফিলমেন্ট, আফটার সেলস সার্ভিস, স্টুডিয়ো ডিজাইন, লঞ্চ ও সেট-আপের ব্যাপারে সহায়তা, অপারেশনাল গাইডেন্স, মার্কেটিং ও প্রোমোশন। ২০২১ সালে চালু হয়েছে পেপারফ্রাই অ্যাক্সিলারেটর প্রোগ্রাম, যার উদ্দেশ্য হল পেপারফ্রাই-এর অফলাইন ফুটপ্রিন্টের প্রসারণ। এই মডেলে ফ্র্যাঞ্চাইজি পার্টনারদের ন্যূনতম মূলধন প্রয়োজন হয় মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা।

ফুড ফেস্টভ্যালের প্রাণ দেশীয় স্বাদে অলিভ

কলকাতা: ৭-৯ অক্টোবর দিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত দেশের প্রথম গ্যাস্ট্রোনমিক এবং মিউজিক্যাল মিটিং-এ উপস্থিত সেলিব্রিটিদের সামনে ভারতের কয়েকজন বিখ্যাত শেফ ভারতীয় স্ন্যাকস এবং মেইন কোর্সকে ইউরোপীয় অলিভের সাথে দেশীয় স্বাদে পরিবেশন করেন। এই গ্যাস্ট্রোনমিক ইভেন্টটি "ইউরোপ অ্যাট ইওর টেবিল উইথ অলিভস ফ্রম স্পেন" ক্যাম্পেনের অংশ এবং টেবিল অলিভ ইন্টারপ্রফেশনাল অর্গানাইজেশন (ইন্টারসেইটুনা) দ্বারা প্রচারিত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন দ্বারা সমর্থিত। যা ভারতের সেরা রেস্তোরাঁ, বিখ্যাত শেফ এবং সঙ্গীত জগতের সেলিব্রিটিদের একত্রিত করেছে।

এইচটি সিটি আনউইন্ড ফুড ফেস্টভ্যালটি চলতি বছরে আনউইন্ড দিল্লিতে তিনদিনের জন্য তার প্রথম সংস্করণ পেশ করে। যা ইউরোপীয় অলিভ মেলার ফুডিজ প্রিমিয়াম এলাকায় স্ট্যান্ড নং ১-এ ছিল। এই ফুড ফেস্টভ্যালের লক্ষ ছিল অলিভ সম্পর্কিত খাবারের স্বাদ, গুণমান ও শেফদের রন্ধন বৈচিত্র্য সবার সামনে তুলে ধরা।

এই ফুড ফেস্টভ্যালে ক্যাটারিং সেক্টরের সেই সব পেশাদার শেফেরা অংশ নিয়েছিলেন যাঁরা তাদের গ্যাস্ট্রোনমিক অফার উন্নয়নের জন্য রান্নার নতুন প্রোডাক্ট খুঁজছিলেন। উল্লেখ্য, অলিভ একটি প্রাচীন ফল এবং ইউরোপীয় গ্যাস্ট্রোনমির অন্যতম মূল্যবান পণ্য। চার রকম স্বাদের বিশেষত্ব থাকায় এই গ্যাস্ট্রোনমি ভারতীয় রন্ধনপ্রণালীর সাথে পুরোপুরি ফিট।

মাইক্রোবায়োটারে কার্যকারী আমন্ড

কলকাতা: পুষ্টি এবং গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে আমন্ড বাদাম খাওয়ার ফলে অন্ত্রের মাইক্রোবায়োটার কার্যকারিতা বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়। এছাড়া বাদাম প্রাপ্তবয়স্কদের বুটিরেটের ঘনত্ব বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। নতুন গবেষণায় দেখা গেছে যে

বাদাম খাওয়ার ফলে কোলনে এক ধরনের উপকারী শর্ট-চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড (এসসিএফএ) উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। কিংস কলেজ লন্ডনের অধ্যাপক কেভিন হুইলান অন্ত্রের মাইক্রোবায়োটা বৈচিত্র্যের ওপর একটি গবেষণা করেন।

১৮ থেকে ৪৫ বছরের ৮৭ জন পুরুষ এবং মহিলাকে দুটি গ্রুপে ভাগ করে তাঁদের ওপর এই গবেষণা করা হয়। যাঁরা প্রতিদিন দুই বা তার বেশি স্ন্যাকস খান। গ্রুপ ওয়ানকে দিনে ৫৬ গ্রাম পুরো বাদাম এবং গ্রুপ টু কে ৫৬ গ্রাম ভুনা বাদাম দেওয়া হয়। প্রথাগত স্ন্যাকসের পরিবর্তে চার সপ্তাহের জন্য প্রতিদিন দুবার করে তাঁরা এটি চালিয়ে যায় এবং কমপক্ষে ১০০ মিলি জল পান করেন। দেখা গেছে যাঁরা বাদাম খেয়েছিলেন তাঁদের বুটিরেটের বৃদ্ধির পাশাপাশি মল ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনালের কোন লক্ষণ পাওয়া যায়নি।

অধ্যাপক হুয়েলান বলেন, আমন্ড বাদাম ব্যাকটেরিয়া বিপাককে বিশেষ ভাবে উপকৃত করে। যা মানুষকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

হিমানির নতুন টিভিসি-তে মিকা সিং-এর সুরে পা মেলাবেন সালমান খান

শিলিগুড়ি: আমাদের সকলের পরিচিত সালমান খানকে শীঘ্রই হিমানি বেস্ট চয়েস সয়াবিন অয়েল-এর ব্র্যান্ড নিউ টিভিসি-এর জন্য জনপ্রিয় গায়ক মিকা সিং-এর গাওয়া একটি গানে পা মেলাতে দেখা যাবেন। হিমানি বেস্ট চয়েস ভেরিয়েন্টগুলি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাজারগুলোতে এক নম্বর স্থানে রয়েছে। ভারতের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের বাজারগুলোতে দ্রুত বর্ধনশীল ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে একটি হল "হিমানি বেস্ট চয়েস সয়াবিন ওয়েল"। এই অ্যাডটিতে, তার স্ত্রী যখন তাকে হিমানি বেস্ট চয়েস সয়াবিন তেলের সেরা গুণ, স্বাস্থ্য এবং স্বাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়, তখন তাকে "আরে ইয়ে লুন রে বাবা, ইয়া ওহ লুন বাবা..." জিঙ্গেল করতে দেখা যায়।

নতুন TVC অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে, ইমামি এগ্রোটেক লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট-মার্কেটিং-এর শ্রীদেবাসিস ভট্টাচার্য বলেন, "হিমানি বেস্ট চয়েস, আমাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ভোজ্য তেলের ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে একটি। সালমান খানের ২০১৭ সালে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে বোর্ডে আসার পর থেকেই তার সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে। তার সাথে শুটিং করা এক ধরনের অভিজ্ঞতা'।

ট্রেন্ডস ২০২২ সালে সাজ পার্বন সেলিব্রেট করছে

বিজনেজ ডেস্ক: গ্রাহকদের কাছে এই উৎসবের মরসুমকে বিশেষ আকর্ষণীয় করে তুলতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে রিলায়েন্স ট্রেন্ডস। এই উদ্যোগকে সফল করে তুলতে পুজোর পাঁচ দিন পাঁচ রকমের লুক অফার করে ট্রেন্ডস। যার ট্যাগ লাইন হল লুক ফর ফ্যাশন। যা সাজ পার্বন নামে ২০২১ সালে একটি গ্রাহক এনগেজমেন্ট প্রোগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছিল। উৎসবের মরশুমে গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে পূজার সাথে ট্রেন্ডসের এই অ্যাসোসিয়েশন হাইপারলোকাল প্রতিশ্রুতির প্রতিধ্বনি।

বলাবাহুল্য চলতি বছরে ট্রেন্ডস তার সাজ পার্বনকে পশ্চিমবঙ্গের ২১ টি জেলায় ছড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়া পুজোর পাঁচ দিন গ্রাহকরা যাতে ফ্যাশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করতে পারেন সেই কথা মাথায় রেখে ট্রেন্ডস তার প্রতিটি স্টোরকে বিশেষ পূজা কালেকশনে সাজিয়ে তুলেছে।

এই উৎসবের মরসুমে এটি শুধুমাত্র রিলায়েন্স ট্রেন্ডসের একটি ফেস্টিভ্যাল কালেকশনই নয়। ট্রেন্ডসের উদ্দেশ্য হল একটি ব্র্যান্ড হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির সাথে একটি আবেগের সম্পর্ক গড়ে তোলা। যাতে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির সাথে ট্রেন্ডসের ফ্যাশনেবেল পরিধানের একটি সুদৃঢ় বন্ধন গড়ে ওঠে। অভিনেতা শন ব্যানার্জী বলেন, ট্রেন্ডসের এই ফেস্টিভ কালেকশনে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি গর্বিত।

শিলচরে আইশারের নতুন ডিলারশিপ

নিউজ ডেস্ক: ভারতে উৎসবের মরশুম চলাকালীন, অ্যামাজন আরো একবার সেই সব মানুষদের সাফল্যকে উদযাপন করবে যারা গ্রাহকদের কাছে উৎসবের মরশুমকে আনন্দময় করে তুলতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। “উই আর অ্যামাজন” প্রচারাভিযান অ্যামাজনের সেই সকল কর্মী, সহায়ক, এবং অংশীদারদের পাদপ্রদীপের আলোয় তুলে আনবে, যারা গ্রাহকদের কাছে উৎসবের মরশুমকে সুরক্ষিত এবং আলোকজ্বল করে তুলেছেন।

মিসেস দীপ্তি ভার্মা, ভাইস প্রেসিডেন্ট, পিপল অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স টেকনোলজি আমাজন স্টোরস ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইএম বললেন “অ্যামাজনে আমাদের সব সিদ্ধান্তের কেন্দ্রে রয়েছে মানুষ আর আমরা বিশ্বাস করি, শুধুমাত্র সমাজের জন্য নয়, ব্যবসার ক্ষেত্রেও তা ভালো। ‘উই আর অ্যামাজন’ আমাদের সেই সকল কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম, যারা তাদের অসামান্য এবং অতুলনীয় কাজের মাধ্যমে, নির্মাতা, উদ্ভাবক এবং গ্রাহকদের কাছে সফলভাবে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সময়ে পৌঁছে দিয়েছেন।

উৎসবের মরশুম চলাকালীন এই সকল

অ্যামাজনিয়ানরা একত্রিত হয়েছেন, গ্রাহকদের জন্য সুরক্ষিত, বিশ্বাসযোগ্য অর্ডার পূরণের লক্ষ্যে। এই মরশুম সংগঠনের প্রত্যেকটি বিভাগে সকলের জন্য আনন্দ, খুশী, সুখ, এবং সেই উষ্ণতা এনে দেয়, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি তাদের সতীর্থ, গ্রাহক, বিক্রেতা এবং অংশীদারদের কাজকে সহজ করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছেন।

অ্যামাজন প্রচারাভিযানের সূচনা করেছে

নিউজ ডেস্ক: ভারতে উৎসবের মরশুম চলাকালীন, অ্যামাজন আরো একবার সেই সব মানুষদের সাফল্যকে উদযাপন করবে যারা গ্রাহকদের কাছে উৎসবের মরশুমকে আনন্দময় করে তুলতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। “উই আর অ্যামাজন” প্রচারাভিযান অ্যামাজনের সেই সকল কর্মী, সহায়ক, এবং অংশীদারদের পাদপ্রদীপের আলোয় তুলে আনবে, যারা গ্রাহকদের কাছে উৎসবের মরশুমকে সুরক্ষিত এবং আলোকজ্বল করে তুলেছেন।

মিসেস দীপ্তি ভার্মা, ভাইস প্রেসিডেন্ট, পিপল অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স টেকনোলজি আমাজন স্টোরস ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইএম বললেন “অ্যামাজনে আমাদের সব সিদ্ধান্তের কেন্দ্রে রয়েছে মানুষ আর আমরা বিশ্বাস করি, শুধুমাত্র সমাজের জন্য নয়, ব্যবসার ক্ষেত্রেও তা ভালো। ‘উই আর অ্যামাজন’ আমাদের সেই সকল কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম, যারা তাদের অসামান্য এবং অতুলনীয় কাজের মাধ্যমে, নির্মাতা, উদ্ভাবক এবং গ্রাহকদের কাছে সফলভাবে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সময়ে পৌঁছে দিয়েছেন।

উৎসবের মরশুম চলাকালীন এই সকল অ্যামাজনিয়ানরা একত্রিত হয়েছেন, গ্রাহকদের জন্য সুরক্ষিত, বিশ্বাসযোগ্য অর্ডার পূরণের লক্ষ্যে। এই মরশুম সংগঠনের প্রত্যেকটি বিভাগে সকলের জন্য আনন্দ, খুশী, সুখ, এবং সেই উষ্ণতা এনে দেয়, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি তাদের সতীর্থ, গ্রাহক, বিক্রেতা এবং অংশীদারদের কাজকে সহজ করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছেন।

করোনা ভাইরাস রুখতে শার্প এয়ার পিউরিফায়ার

বিজনেজ ডেস্ক: গ্রাহকদের কাছে এই উৎসবের মরসুমকে বিশেষ আকর্ষণীয় করে তুলতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে রিলায়েন্স ট্রেন্ডস। এই উদ্যোগকে সফল করে তুলতে পুজোর পাঁচ দিন পাঁচ রকমের লুক অফার করে ট্রেন্ডস। যার ট্যাগ লাইন হল লুক ফর ফ্যাশন। যা সাজ পার্বন নামে ২০২১ সালে একটি গ্রাহক এনগেজমেন্ট প্রোগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছিল। উৎসবের মরশুমে গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে পূজার সাথে ট্রেন্ডসের এই অ্যাসোসিয়েশন হাইপারলোকাল প্রতিশ্রুতির প্রতিধ্বনি।

বলাবাহুল্য চলতি বছরে ট্রেন্ডস তার সাজ পার্বনকে পশ্চিমবঙ্গের ২১ টি জেলায় ছড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়া পুজোর পাঁচ দিন গ্রাহকরা যাতে ফ্যাশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করতে পারেন সেই কথা মাথায় রেখে ট্রেন্ডস তার প্রতিটি স্টোরকে বিশেষ পূজা কালেকশনে সাজিয়ে তুলেছে।

এই উৎসবের মরসুমে এটি শুধুমাত্র রিলায়েন্স ট্রেন্ডসের একটি ফেস্টিভ্যাল কালেকশনই নয়। ট্রেন্ডসের উদ্দেশ্য হল একটি ব্র্যান্ড হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির সাথে একটি আবেগের সম্পর্ক গড়ে তোলা। যাতে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির সাথে ট্রেন্ডসের ফ্যাশনেবেল পরিধানের একটি সুদৃঢ় বন্ধন গড়ে ওঠে। অভিনেতা শন ব্যানার্জী বলেন, ট্রেন্ডসের এই ফেস্টিভ কালেকশনে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি গর্বিত।

শাওমি-রেডমি স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরা পাবেন ৫জি-র সুবিধা

বিজনেজ ডেস্ক: শাওমি এবং রেডমি স্মার্টফোন দের জন্য ৫জি প্লাস নেটওয়ার্ক আনতে এয়ারটেলের সাথে পার্টনারশিপ করল দেশের ১ নম্বর স্মার্টফোন ব্র্যান্ড শাওমি ইন্ডিয়া। এর ফলে গ্রাহকরা ক্লাউডে ভিডিও কলিং, ল্যাগ ফ্রি গেমিং এবং সমস্ত শাওমি এবং রেডমির ৫জি মডেলগুলিতে ক্লাউডে দ্রুত ডেটা আপলোড এবং ডাউনলোড করতে পারবেন। উল্লেখ্য, এয়ারটেল ৫জি প্লাস নেটওয়ার্ক পেতে হলে গ্রাহকদের কেবল নেটওয়ার্ক সেটিংসে গিয়ে তাদের পছন্দের নেটওয়ার্ককে এয়ারটেল ৫জি-তে পরিবর্তন করতে হবে।

বলাবাহুল্য, গ্রাহকদের জন্য এই ৫জি নেটওয়ার্ক আনতে দুই বছর ধরে এয়ারটেলের সহযোগিতায় চেষ্টা করে চলছে শাওমি ইন্ডিয়া। শাওমি ইন্ডিয়ার চিফ মার্কেটিং অফিসার অনুজ শর্মা বলেন, সেরা-ইন-ক্লাস পরিষেবা দেওয়ার জন্য এয়ারটেলের সাথে শাওমি ইন্ডিয়ার এই পার্টনারশিপ আমাদের গ্রাহকদের এই ৫জি বিপ্লবে সবসময় এগিয়ে রাখবে ।

পোশাকের দাগ তুলতে অন্যবদ এরিয়েল ম্যাটিক লিকুইড

বিজনেজ ডেস্ক: ওয়াশিং মেশিন প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি বিশ্বের এক নম্বর ডিটারজেন্টের খেতাব দিয়েছে। পোশাক উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত, দাগমুক্ত এবং রঙ সুরক্ষিত রাখতে এরিয়েল ম্যাটিক লিকুইডের বিকল্প নেই। তাই এই উৎসবের মরসুমে এরিয়েল তার ট্যাগ লাইন খুশিওঁ কা রঙ’-এর সাথে তার গ্রাহকদের উজ্জ্বল ও দাগমুক্ত নতুন পোশাকের প্রতিশ্রুতি দেয়। উল্লেখ্য, এরিয়েলের এই ম্যাটিক লিকুইড মেশিনে একবার ধোয়াতেই ঘাম, তেল, ঘি সহ ১০০ টিরও বেশি দাগ তুলতে সক্ষম।

এরিয়েল ম্যাটিক লিকুইড স্টোর সহ ই-কমার্স ওয়েবসাইট জুড়ে উপলব্ধ ম্যাটিক লিকুইড। টপ লোড এবং ফ্রন্ট লোড দুইরকম ওয়াশিং মেশিনের জন্যই এরিয়ালের এই লিকুইড ডিটারজেন্টের ডিজাইন করা হয়েছে। যা বিভিন্ন সাইজের প্যাকে উপলব্ধ।গ্রাহকরা যাতে নিশ্চিন্তে উৎসবের মরসুম উপভোগ করতে পারেন সেই কথা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে এরিয়ালের এই ম্যাটিক লিকুইড। যাতে ২ক্স ক্লিনিং এনজাইম থাকায় ওয়াশিং মেশিনের এক ধোয়াতেই পোশাকের উজ্জ্বলতা ও রঙ ঠিক রেখে যে কোন ধরনের দাগ তুলতে সক্ষম।

চার দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন ফালাকাটা একাদশ

পার্থ নিয়োগী: দেউরহাট সবুজ সংঘ ও গ্রন্থাগার আয়োজিত চার দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ফালাকাটা একাদশ। গত ২৯ অক্টোবর ফাইনালে তারা ১-০ গলে পরাজিত করে দিনহাটার সাতকুড়া ফুটবল একাদশ কে। ফালাকাটা একাদশের এদিন একমাত্র গোলটি করেন রবীন্দ্র বর্মন। ফাইনালের সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন এই রবীন্দ্র বর্মন। জয়ী দলের হাতে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দেন পুটিমাড়ি ফুলেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আলেয়া ইয়াসমিন।

এবার অনেক আগে থেকেই সিএবি ও বোর্ডের খেলার জন্য ক্রিকেট পিচ তৈরির কাজ চলছে কোচবিহার রাজবাড়ি স্টেডিয়ামে

অনুষ্ঠিত হোল দিনহাটা পাইওনিওর ক্লাবের দুদিনের দাবা প্রতিযোগিতা

পার্থ নিয়োগী: গত ২৯ ও ৩০ অক্টোবর দিনহাটা পাইওনিয়ার ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো দুদিনের ওপেন দাবা প্রতিযোগিতা। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি সিকিম বিহার অসম ও নেপাল থেকে মোট ১০৮ জন দাবারু অংশ নিয়েছিলেন এই ওপেন দাবায়। ২৯ তারিখ প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতিযোগিতা সূচনা করেন দিনহাটা পৌরসভার পৌরপতি গৌরীশংকর মাহেশ্বরী। ওপেন বিভাগে প্রথম হন বিহারের কৃষাণ কুমার। দ্বিতীয় হন আলিপুরদুয়ারের দেবযৌনিক দে। তৃতীয় হন বিহারের প্রত্যুষ কুমার। অনূর্ধ্ব ১৬ বিভাগের প্রথম হন জলপাইগুড়ির আত্রেয়ী সাহা, দ্বিতীয় হন জলপাইগুড়ি প্রিয়া মন্ডল এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করেন কোচবিহারের ধ্রুবজ্যোতি বর্মন। এই বিভাগে সেরা মহিলা দাবাড়ুরর পুরস্কার পেয়েছেন বিপাসনা লামা। অনূর্ধ্ব ১২ বিভাগের চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন কোচবিহারের পরিজ্ঞান চক্রবর্তী, দ্বিতীয় হন অঙ্কিতা দাস

এবং তৃতীয় হন সিদ্ধান্ত চক্রবর্তী।এই বিভাগের সেরা মহিলা দাবাড়ুর পুরস্কার পান সিলভিয়া ভৌমিক। অনূর্ধ্ব ৮বিভাগের প্রথম হন বিহারের সূরনয় দাস, দ্বিতীয় হন জলপাইগুড়ির অভিনব দে এবং তৃতীয় হন বিহারের দানভি কর্মকার। এই বিভাগের সেরা উদীয়মান খেলোয়াড় হয়েছে ঈশান দে। সেরা ভেটারেন্স দাবাড়ু হয়েছেন পাইওনিয়র ক্লাবের কুমারেশ চন্দ্র দেব। দিনহাটার সেরা দাবারুর পুরস্কার পান সনৎ সাহা। কোচবিহার জেলার সেরা খেলোয়াড় এর পুরস্কার পান উৎসব দে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড মাস্টার বিখ্যাত আন্তর্জাতিক দাবাড়ু দিব্যেন্দু বড়ুয়া। এই প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিজয়ীদের হাতে ট্রফি তুলে দেন দিব্যেন্দু বড়ুয়া।

শুরু হল ভলিবল প্রশিক্ষণ শিবির

পার্থ নিয়োগীঃ গত ২৮ অক্টোবর উদ্বোধন হল তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত ভলিবল প্রশিক্ষণ শিবিরের।

তুফানগঞ্জ পুরসভার চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ইশোর এই ভলিবল প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন। ২২ জন ছেলে ও ১০ জন মেয়েকে নিয়ে এদিনের শিবির শুরু হয়। তুফানগঞ্জ মহকুমা সংস্থার থেকে জানা গেছে সপ্তাহে তিনদিন করে আগামী ফেব্রুয়ারি মাস অবদি এই প্রশিক্ষণ শিবির চলবে।

বাংলা দলে দিনহাটার বিক্রম বর্মন

পার্থ নিয়োগী: মহারাষ্ট্রের সাঁতরায় অনুষ্ঠিত সাব জুনিয়ার জাতীয় খোখোতে বাংলা দলে সুযোগ পেয়েছেন কোচবিহারে দিনহাটার বিক্রম বর্মন। দিনহাটার আটিয়া বাড়ির গ্রাম পঞ্চায়েতের বাণীদাস গ্রামের ছেলে বিক্রম বর্তমানে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র । বাংলা দলে বিক্রমের সুযোগ মেলায় খুশি কোচবিহারের সমগ্র ক্রীড়া মহল

দেওচড়াই ভৈরবের টাড়ি কালজানি নদীতে নৌকো বাইজ খেলা অনুষ্ঠিত হল গত ৩০ অক্টোবর

কালী পুজোর সন্ধ্যায় চাকীর মোড় দীপ্তি সংঘের পরিচালনায় ম্যারাথন দৌড়ের শুভ উদ্বোধন করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তথা কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

ঋদ্ধিমানকে বাংলায় ফেরার অনুরোধ সিএবি সভাপতির

সিএবি-এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই ঋদ্ধিমান সাহাক বাংলায় ফেরার আহ্বান জানালেন স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। গত মরশুমে সিএবি-এর যুগ্মসচিব দেব্রব্রত দাশ এই উইকেটকিপার ব্যাটারের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুললে ঋদ্ধিমান অভিমান করে বাংলা ছেড়ে ত্রিপুরায় চলে যায়। আর তারপর থেকেই এই ঘটনা নিয়ে ভীষণ ভাবে শোরগোল পড়ে যায়।

৩১ অক্টোবর সিএবি-র বার্ষিক সাধারণ সভা শেষে সংবাদমাধ্যমের কাছে নতুন সভাপতি জানান, ঋদ্ধিমানের জন্য বাংলার দরজা সবসময়ই খোলা। শুধু ঋদ্ধিই নন আরেক ক্রিকেটার সুদীপ চট্টোপাধ্যায় যদি ফিরতে চান তাহলে তিনিও ফিরতে পারেন। সিএবি-এর সভাপতি বলেন, মরশুম শেষ হলে ঋদ্ধিমানের সঙ্গে আমি নিজে কথা বলব। আমি চাইব ও বাংলার হয়ে খেলুক। স্নেহাশিস বলেন, ঋদ্ধিমানের ফিজিক্যাল ফিটনেস এত ভালো, যার জন্য ও গতবারে আইপিএল-এ এত ভালো খেলেছে। গত আইপিএল-এ আমরা নতুন ঋদ্ধিমানকে দেখেছি। ওর যা দক্ষতা তাতে আমি মনেকরি ওর পক্ষে কামব্যাক করা কোন ব্যাপারই নয়। তার জন্য প্রয়োজন শুধু একটা প্ল্যাটফর্ম। আর বাংলাই হল ঋদ্ধিমানের জন্য সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্ম। ঋদ্ধিমানকে বাংলার সম্পদ বলে উল্লেখ করে স্নেহাশিস বলেন, যেহেতু তিনি এই মরশুমে অন্য রাজ্যের হয়ে খেলছেন তাই এই মুহূর্তে ঋদ্ধিমানের সঙ্গে সিএবি-এর পক্ষ থেকে সরকারি ভাবে কথা বলা সম্ভব নয়। মরশুম শেষ হলেই সিএবি-র সভাপতি তাঁকে বাংলায় ফেরার জন্য অনুরোধ করবেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96